



মাসিক পানি পরিক্রমা

(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]
ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ, মাঘ-ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ

আমাদের জীবন জীবিকার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পানি নির্ভরতা
- পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ



বিশ্ব পানি দিবসে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ ২২ মার্চ ২০১৬ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে বুয়েট একাডেমিক কাউন্সিল ভবনের সেমিনার কক্ষে 'পানি ও কর্মসংস্থান' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, প্রতিটি কর্মসংস্থানের সাথেই বলা যায় কোনো না কোনোভাবে পানির সম্পর্ক রয়েছে। পানি এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান যা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে তার উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে যেমন পানি প্রয়োজন, তেমনি টিকে থাকার জন্যেও পানির প্রয়োজন। আমাদের জীবন জীবিকার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পানি নির্ভরতা। পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত পেশাজীবী মানুষের পেশাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং সমাজে তাদের অবস্থানকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা এ বছরের পানি দিবসের অন্যতম প্রতিপাদ্য।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক এবং কৃষিনির্ভর দেশ। এদেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ কৃষক। কৃষকের পেশা কৃষি। কৃষিকাজের কথা পানিকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। আমাদের সমাজে আছে মৎস্যজীবী, মাঝি ও অন্যান্য নৌ-পেশার সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মানুষ। তাদের কর্মসংস্থান সরাসরি পানির সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তাদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার জন্য পানির প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ততা

নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ভাট্টর দেশ। আমাদের উজানের দেশ ভারত, চীন, নেপাল ও ভূটান। উজানে পানির অপরাধতা পরিলক্ষিত হলে আমাদের নদ-নদীতে পানি কম থাকে, আমাদের কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ব্যাহত হয়, আবার যখন উজানে প্রচুর পরিমাণ পানি থাকে তখন এদেশের নদীর দু'কূল উপচে প্লাবন হয়। এদেশের মানুষকে উভয় বিরূপ পরিস্থিতির সাথেই মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়। বাংলাদেশে মোট ৪০৫টি নদী রয়েছে, যার মধ্যে ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী। পানির সমন্বিত ও সঠিক ব্যবহার এবং ন্যায়সঙ্গত বন্টনের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ একে অপরের উন্নয়নের অংশীদার হয়ে উঠতে পারে। এতদাধঃপাতি পানি সম্পদ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর।

পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন 'টেকসই উন্নয়ন ও খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে পানি ব্যবস্থাপনাকে নতুন মাত্রায় উন্নত করতে হবে। ২০৫০ সালে দেশের জনসংখ্যা ২৫ কোটিতে পৌঁছাবে। টিকে থাকতে খাদ্য উৎপাদন বাড়তে হবে। এ জন্য পানির চাহিদা পূরণ করতে হবে। তাই টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। কারণ, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে পানি ও ভূপ্রত্যয়ভাবে জড়িত।' তিনি আরও বলেন, পূর্বে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প

নির্মাণ শেষে প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও পালন করত। এখন প্রকল্প আরও টেকসই করার জন্য ক্রমান্বয়ে অধিকাংশ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্টেকহোল্ডারদের উপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহ দীর্ঘমেয়াদী সফলতা পাবে এবং পরিবেশ ও নদীর স্বকীয়তা মাথায় রেখে ও জনমতের ভিত্তিতেই এখনকার সব প্রকল্প নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, সিজিআইএস, বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিটি অব আইসিআইডি-ব্যানসিড এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এ সেমিনার আয়োজন করে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল মতিন ও বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপের প্রেসিডেন্ট ড. খন্দকার আজহারুল হক। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ও ব্যানসিডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ আহমেদ পি.ইঞ্জি। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের পরিচালক মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন।



সম্পাদনীয়

আমাদের অস্তিত্বে একুশের চেতনা একুশ আমাদের প্রেরণার উৎস

বছর ঘুরে আবার এল একুশে ফেব্রুয়ারি, আমাদের অন্তহীন প্রেরণার উৎস। একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল মহান ভাষা আন্দোলনের একটি স্মরণীয় দিন হিসেবেই পালিত হয় না। স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মতো একই মর্যাদার ভিত্তিতে পালিত হয়ে আসছে। এখানেই একুশে ফেব্রুয়ারির বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধ। তাই ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ১৬ ডিসেম্বর আমরা দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলাম। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় দিবস।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা অর্জনের চরম দিনটিকে অথবা বিপ্লব সফল হওয়ার দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আমাদের দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি ও ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরের মতো একই মর্যাদা নিয়ে পালিত হয়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি তরুণদের আত্মদান পরবর্তীতে শুধু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ওই উৎস থেকে জেগেছিল গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্ন; সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দানা বেঁধেছিল সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রাম, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধসহ ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে আমাদের পথ দেখিয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারির পথ ধরেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে পৃথিবীর

মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে আত্মদানের এই দিবসটি এক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন শুধু আমাদের ভাষা শহীদ দিবস নয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও বটে। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে সারা দেশে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ঢাকায় মাসব্যাপী উৎসব চলে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলা ঘিরে। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরেও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ভাষাশহীদদের স্মরণ করি। একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে এককথায় বলতে পারি, একুশে ফেব্রুয়ারি হলো বাঙালি জাতির পরিচয়চিহ্ন।

লেখা আহ্বান

পানি সম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর ইতিহাস ও নদী শাসন প্রতিবেশগত ভারসাম্যতা (Ecological Balance), সেচ ব্যবস্থা, সুবিধাভোগী এলাকাবাসীদের অংশগ্রহণমূলক ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে আপনার সচিত্র লেখাটি আপনার একটি স্ট্যাম্প সাইজ ছবিসহ আজই অনুগ্রহপূর্বক পাঠিয়ে দিন।

নির্বাহী সম্পাদক-
মাসিক পানিপরিক্রমা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীগণ দেশ গড়ার কারিগর, দেশের বিভিন্ন সেচ প্রকল্প তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল

- পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ



এডিপি সভায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। সভায় ২০১৫-২০১৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং যে সকল প্রকল্প ২০১৬ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হবে সে সকল প্রকল্পের উপর বিশদ আলোকপাত করা হয়। প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি এবং অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিষয়ও সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ৪৯ টি প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত প্রকল্পের মধ্যে বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বেমাঙ্গিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প, কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প এবং ক্যাপিটাল ডেজিং প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ তুলে ধরেন। তাছাড়া চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প

পরিচালকগণ স্ব স্ব প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ দেন। মন্ত্রী ধৈর্য্য সহকারে তাঁদের বক্তব্য শোনেন। তিনি প্রকল্পের কাজগুলো বর্ষা মৌসুমের পূর্বে শেষ করার জন্য তাগিদ দেন। তিনি বলেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ দেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনে কাজ করছেন। আপন-রা দেশ গড়ার কারিগর, দেশের বিভিন্ন সেচ প্রকল্প আপনাদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল। আর এই প্রকল্পসমূহের উৎপাদিত ফসলের কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি আরও বলেন ২৫ বছর আগে তিনি যখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন, তখন বিরান জনপদে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প ‘তিস্তা ব্যারেজ’ প্রকল্প বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীবৃন্দ নির্মাণ করেছেন। তাঁরা সেই যে সাফল্যগাঁথা উপখ্যান রচনা করেছেন তা আজও বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে অল্লান হয়ে আছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত

করে বলেন এই ডিজিটাল যুগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীগণ আরও উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে অতিতের মতো বর্তমানেও দেশের উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রাখবেন। সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক, সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ বেলায়েত হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল হাই বাকী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) প্রকৌশলী সরাফত হোসেন খান, প্রধান পরিকল্পনা, প্রধান মনিটরিংসহ সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন মহাপরিচালকের যোগদান



প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ আহমেদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ আহমেদ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে বুয়েট থেকে ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করার পর একই বছরে (১৯৮০ সালে) বাপাউবো-তে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের পরিকল্পনা, নকশা, পানি বিজ্ঞান ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেচ, নিষ্কাশন, নদী তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে নেদারল্যান্ডস হতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৫ বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ফিলিপাইন, ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ সৈয়দ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে যোগদানের পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব পদে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি মাঠ প্রশাসনে ম্যাজিস্ট্রেট, ইউএনও, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার লোল বাড়ীয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের দশম ব্যাচের সদস্য। তিনি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডসসহ দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।



সৈয়দ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ)



মোঃ শহীদুল হক ভূঞা

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ মোঃ শহীদুল হক ভূঞা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) পদে যোগদান করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে যোগদানের পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব পদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি উপসচিব হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব পদে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ হতে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন সাহিত্য অনুরাগী, নাট্যকার ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষক। ইতোমধ্যে তাঁর ৮ টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি টেলিফিল্ম ও নাটক রচনা করে থাকেন। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত ২২ টি টেলিফিল্ম বিভিন্ন চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়েছে যা দর্শকদের যথেষ্ট প্রশংসা ও সুনাম কুড়িয়েছে। তিনি ২০১২ সালে যুক্তরাজ্যে (UK) ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালীদের অবদানের উপর প্রমানচিত্র Not A PENWY NoT A Gun নির্মাণ করেন ও ২০১৩ সালে ইস্ট লন্ডনের BRADY Center এ এর প্রিমিয়ার শো করেন। তাছাড়া তিনি বিটিভির জন্য বানিয়েছেন “স্বাধীনতার পতাকা - ২০১৪” ও বর্তমানে নির্মাণ করছেন RECOGNISE BANGLADESH নামের একটি তথ্যচিত্র। জনাব মোঃ শহীদুল হক ভূঞা নরসিংদী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম “ভূঞা পরিবারে” জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আনিসুল হক ভূঞা, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে বিলেতে Steering Committee Of The Action Committee's For Liberation Of Bangladesh এর Convenor ছিলেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন)

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর ১ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী (নকশা) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বর্তমানে রুয়েট থেকে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৯৩ সালে এম.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাপাউবো-তে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে সাফল্যের সাথে বোর্ডের তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প ও মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামোর নকশা প্রণয়ন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেচ, নিষ্কাশন, নদী তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৫৮ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার হাজরাহাটি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।



প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা)



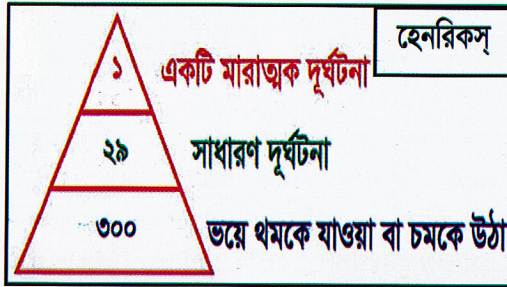
প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান ২ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান পরিকল্পনা পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে বুয়েট থেকে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৮৯ সালে নেদারল্যান্ডস এর IHE, Delft থেকে এমএস ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (হাইড্রোলিক) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাপাউবো-তে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের পরিকল্পনা, নকশা ও সিডিএসপি প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেচ, নিষ্কাশন, নদী তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘ ৩৩ বছর পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরিকালীন সময়ে তিনি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ভারতে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে কুমিল্লা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

মৌলভীবাজারে মনু সেচ প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা মহড়া এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ ২৩ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে জাইকার সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Project for Capacity Development of Management for Sustainable Water Related Infrastructure প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজারে মনু সেচ প্রকল্প এলাকায় নিরাপত্তা মহড়া (Safety Drill) এবং একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই নিরাপত্তা মহড়া এবং কর্মশালায় নির্মাণ বা মেরামত কাজে কর্মরত জনবলের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়।

আবার যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে ২৯ টি সাধারণ দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হলে একটি মারাত্মক দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব, অর্থাৎ ২৯টি সাধারণ দূর্ঘটনা অবহেলা করলে একটি মারাত্মক



দূর্ঘটনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় এবং খরচ বৃদ্ধি পায়। কাজেই কর্মক্ষেত্রে “সবার আগে নিরাপত্তা” বা Safety First এটি নিশ্চিত করা বিশেষ প্রয়োজন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে নির্মাণ ও মেরামত সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাসুদ আহমেদ, পিইজি (বর্তমান মহাপরিচালক), প্রধান পরিকল্পনা মোঃ মাহফুজুর রহমান, বর্তমানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা),



নির্মাণ ও মেরামত কাজে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিক-কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং জাইকার প্রতিনিধিবৃন্দ এই নিরাপত্তা মহড়া ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় নিরাপত্তা বিষয়ক হেনরিকস্ তত্ত্ব আলোচিত হয়। এ তত্ত্বে বলা হয়েছে ৩০০টি অতি সাধারণ দূর্ঘটনা বা ভয় পাওয়ার মত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হলে ২৯টি সাধারণ দূর্ঘটনা ঘটবে না বা এড়ানো সম্ভব হবে।

ধরনের দূর্ঘটনা ঘটান সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কর্মক্ষেত্রে একটি সাধারণ দূর্ঘটনায় জনবলের আহত হওয়া এবং সহায়-সম্পদ-যন্ত্রপাতি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার মারাত্মক দূর্ঘটনায় জনবলের অঙ্গহানি, এমনকি প্রাণহানি ঘটতে পারে এবং ঘর-বাড়ি-স্থাপনা-সহায়-সম্পদ-যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। যে কোন

প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল মোঃ আব্দুল হাই, জাইকা বাংলাদেশ এর সিনিয়র প্রতিনিধি জনাব হিতোসী আরা, কাফ্রি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর নাওকি মাতসুমুরা, জাইকা এক্সপার্ট বাপাউবো, ঢাকার প্রতিনিধি কাজুমিতসু মুরাওকা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক জোঝি কোইজুমিসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদকঃ ৮ ফেব্রুয়ারি
২০১৬ তারিখে খুলনায় স্থানীয় একটি

আওতায় খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা,
পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালীতে

হেক্টর এলাকা ঘূর্ণিঝড়ের সময় সৃষ্ট
জলোচ্ছ্বাসজনিত প্লাবনের হাত হতে রক্ষা



সেমিনারে আগত অতিথিবৃন্দ



সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্পের ডেপুটি টিম লিডার

হোটেলে “উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তদারকি ও পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Royal Haskoning DHV, DevCon, DPM, IWM DHI এ নিয়োজিত প্রকৌশলীগণের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়। বিশ্বব্যাপক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন “উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলায় পোল্ডার- ৩২ ও ৩৩ এবং বাগেরহাট জেলায় পোল্ডার ৩৫/১ ও ৩৫/৩ এর কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে চীনা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান “The First Engineering Bureau of Henan Water Conservancy, CHWE, China কে নিয়োজিত করা হয়েছে।

Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-I) প্রকল্পের

অবস্থিত ১৭ টি পোল্ডারের ৬২৫ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃ নির্মাণ, ৪৮৫.২৯ কিঃমিঃ পানি নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন, ১২৪টি পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ, ১৪ টি পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত, ১৫৮ টি ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ, ৫২ টি ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত, ৫৩ কিঃমিঃ বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ, ২২ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ৯টি ক্রোজার নির্মাণ তদারকি ও পরিচালনা করবে প্রতিষ্ঠানটি। কাজগুলো শেষ হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শস্য, প্রাণিসম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জরুরী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সময় সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধ করার ক্ষমতা উপযোগী করে উপকূলীয় অঞ্চলের বাঁধসমূহকে পুনর্বাসন ও উন্নয়ন করা হবে। ১৭ টি পোল্ডারের ১০০,৮১৭

পাবে। উপকূলীয় অঞ্চলের ১৭ টি পোল্ডারের বাঁধ ও অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেচ সুবিধার মাধ্যমে ৮৬,৩৮২ হেক্টর এলাকায় শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন বাঁধের কারণে উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের (মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ) জন্য জীবিকার প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন হবে। জীব-বৈচিত্র্য বহুলাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি আগামী তিন বছর প্রকল্পের কাজ তদারকি ও পরিচালনা করবে। কর্মশালায় বাপাউবো ও প্রকল্পের পক্ষ থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল হান্নান এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিম লিডার Mr. J.H Laboyrie, ডেপুটি টিম লিডার মোঃ হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রকৌশলীগণ অংশগ্রহণ করেন।

কপোতাক্ষ নদের পুনঃখনন ও TRM এর মাধ্যমে পলি ব্যবস্থাপনা

প্রবীর গোস্বামী, নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর পওর বিভাগ, বাপাউবো, যশোর

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষ নদটি বৃহত্তর যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। কপোতাক্ষ নদটি চুয়াডাঙ্গা জেলার তাহেরপুর নামক স্থানে মাথাভাঙ্গা নদী হতে উৎপন্ন হয়ে পর্যায়ক্রমে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় প্রবাহিত হয়ে শিবসা নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কপোতাক্ষ নদ বাহিত পলি দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলের ভূমিকে



প্রকল্প পরিদর্শন করছেন নির্বাহী প্রকৌশলী সহ স্থানীয় সংসদ সদস্য

যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি এ পলি নদীবক্ষে জমে জমে এর নাব্যতাকেও করেছে হ্রাস। এর ফলে কপোতাক্ষ নদের যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বৃহত্তর অংশ ভরাট হয়ে যায়। এভাবে কালক্রমে কপোতাক্ষ নদ এর সাথে সংযুক্ত নদী ও খালগুলিরও নাব্যতা হ্রাস পায়। ফলে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকোপে এ অঞ্চলের জীবনযাত্রা, কৃষিকাজ ও মৎস চাষ ব্যাহত হয়। এ জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকোপ হতে এ এলাকার মানুষদের রক্ষার জন্য বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিঃ তারিখে যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের প্রতিশ্রুতি দেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১১ সালে কপোতাক্ষ নদ সংলগ্ন অববাহিকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM কতৃক বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে। আলোচ্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশ মোতাবেক বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিঃ তারিখে “কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কপোতাক্ষ নদের ৭৫.০০ কিঃমিঃ (মনিরামপুর উপজেলা) হতে ১৬০.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত (সাতক্ষীরা জেলার



প্রকল্পের জলাবদ্ধতা নিরসন কার্যক্রম

তালা উপজেলা) ৮৫.০০ কিঃমিঃ নদ পুনঃখনন, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলাধীন পাখিয়ারা বিলের ১০৫০ হেক্টর এলাকায় টিআরএম বেসিন নির্মাণ ও পরিচালনা, কপোতাক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত ছোট-বড় ১৭ টি খালের ৬১.৩০ কিঃমিঃ পুনঃখনন, বুড়িভদ্রা নদীর ২০.০০ কিঃমিঃ পুনঃখনন এবং কপোতাক্ষ নদের উভয়তীরে ২১.৫০ কিঃমিঃ দীর্ঘ বেড়ী বাঁধ নির্মাণের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গত বছরের জুলাই মাসে পাখিয়ারা বিলে টিআরএম বেসিন চালু করা হয়। চলতি বছর আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৬৭ কিঃমিঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন, ৫টি খালে আরও ৩০ কিঃমিঃ পুনঃখনন ও টিআরএম বেসিনের প্রতিরক্ষা কাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৬২.২১ শতাংশ ভৌত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে ও বাকী কাজ চলমান রয়েছে।

কপোতাক্ষ নদ ও এর সংগে সংযুক্ত বুড়িভদ্রা নদী ও খালগুলির পুনঃখনন সমাপ্ত হলে যশোর জেলার মনিরামপুর হতে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা পর্যন্ত নদের নাব্যতা পুনঃরুদ্ধার হবে এবং এই নদের অববাহিকা অঞ্চলের জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকোপ দূর হবে। সম্প্রতি গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পাইকগাছা ও তালা উপজেলাধীন কপোতাক্ষ নদের আঁকাবাঁকা ১৪ কিঃমিঃ অংশে খনন কাজের উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির আওতায় ২২.০০ কিঃমিঃ নদ খনন, ৩১.৫০ কিঃমিঃ সংযোগ খাল খনন, পাখিয়ারা টিআরএম বেসিন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে কপোতাক্ষ নদ ও এর সংযুক্ত খালগুলো পুনঃখননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সম্ভব হবে। বসতবাড়ী ও কৃষি জমিতে সেচ (supplementary Irrigation) সুবিধা প্রদানের জন্য কপোতাক্ষ নদে

পানির জলাধার নির্মাণ করে সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। টিআরএম এর মাধ্যমে নদের পলি ব্যবস্থাপনা এবং বিলের ভূমি উঁচুকরণ করা সম্ভব হবে, ফলে চাষযোগ্য জমি চাষের আওতায় আসবে। সমুদ্রের লোনা পানি প্রবেশ থেকে প্রকল্প এলাকাকে রক্ষা করা যাবে। কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে। এর ফলে যশোর জেলার চৌগাছা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর ও কেশবপুর ; খুলনা জেলার পাইকগাছা এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া ও তালা উপজেলার ৭৫,০০০.০০ হেক্টর এলাকার মানুষের জনজীবনে উন্মোচিত হবে উন্নয়নের নবদিগন্ত। কপোতাক্ষের তীর ঘেঁষা গ্রামগুলি হয়ে উঠবে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এক প্রান্তর।

মাসিক পানি পরিক্রমা

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতকে টেকসইভাবে মোকাবেলা করার জন্য নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদানের আহবান

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (বীর প্রতীক)



সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (বীর প্রতীক)

পানি পরিক্রমা প্রতিবেকঃ ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রাজধানীর মহাখালীস্থ জলবায়ু ট্রাস্ট মিলনায়তনে “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এবং ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি।

সেমিনারে প্রকল্পের কার্যক্রম, প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও ফলাফল এবং করণীয় বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালক (গ্রাউন্ডওয়াটার হাইড্রোলজি) ড. আনোয়ার জাহিদ। তিনি বলেন উপকূলীয় ১৯টি জেলার মোট ১৪০ টি উপজেলা এই সমীক্ষার আওতাভুক্ত। সমগ্র প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ পানির বর্তমান অবস্থান মূল্যায়ন এবং পানিস্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিত করণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করার কাজ

সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

সেমিনারে জানানো হয় মোট তিনটি প্যাকেজের আওতায় গাণিতিক মডেল সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। আইড্রিউএম গাণিতিক মডেল প্রযুক্তির মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় উপকূলীয় এলাকায় টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (বিশেষ করে খাবার পানি) এবং খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভবিষ্যত অভিযোজনেও এই সমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই সমীক্ষায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত উচ্চমাত্রায় কতটা অনুভূত হবে তার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। সমীক্ষা মতে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের পরিবেশ, পানিসম্পদ, জীবনমান, খাদ্য নিরাপত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেমের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, যা দেশের স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকিস্বরূপ। স্থায়ী নেটওয়ার্ক থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত গাণিতিক মডেলিং এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন জলবায়ু পরিবর্তন প্রেক্ষাপটে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে প্রাথমিকভাবে তা নিরূপণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধানের উপায়ও নির্ধারণ করা সহজ হবে। গাণিতিক মডেল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. আ.ফ.ম. আফজাল হোসেন

এবং সিনিয়র বিশেষজ্ঞ গৌতম চন্দ্র মুখা। বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাক্তন মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া প্রমুখ।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ, মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ও মতামত ব্যক্ত করেন। নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকার অপ্রতুল বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানিসম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং খাদ্য-শস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে স্থাপিত নেটওয়ার্ক থেকে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যতে বিশদ আকারে আরো সমীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত পোষণ করেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নূরুল করিম এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) বর্তমানে মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ মাসুদ আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞান রঞ্জন শিল।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোঃ আকতারুজ্জামান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

নিবাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.pr@bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd